LAST COPY.

35

শ্রীশ্রীব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের
উপদেশ-কথা

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু, বি, এ,

শ্রীশ্রীব্রহ্মভক্ত-মায়ের উপদেশ-কথা

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু বি, এ কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত

সর্ব্বস্বত্ব-সংরক্ষিত

মূল্য ॥০ আনা

প্রকাশক :
শ্রীনরেন্দ্র কুমার সিংহ রায়
যাদবপুর, কলিকাতা-৩২।

প্রাপ্তিস্থান :
১। দেওঘর নির্ব্বাণ মঠ।
২। যাদবপুর, বি/২ বাপুজী নগর, কলিকাতা-৩২।
৩। বিতারা সিদ্ধাশ্রম (পোঃ সাচার ত্রিপুরা)।

মুদ্রাকর :
শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ
ইস্ট বেঙ্গল প্রেস
৫২/৯বি, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

বিজ্ঞপ্তি

আত্ম-দ্রষ্টা মহাত্মাদের উপদেশবাণী এবং শ্রুতি প্রতিপাদ্য রচনাবলী একরূপ। মহাত্মাদের আত্ম উপলব্ধ তত্ত্বই শ্রুতি আকারে বর্ণিত হইয়াছে। দেশ কাল ভেদে বিভিন্ন কালে মহাত্মাদের উপদেশ তত্ত্ব-পিপাসু লোকের মনে নূতন উৎস প্রবাহিত করিয়া দেয় এবং এই উপদেশের উদ্দীপনায় সত্য পিপাসু লোকের জীবন কৃতার্থ হইয়া যায়। এই উদ্দেশ্য নিয়া শ্রীশ্রীব্রহ্মজ্ঞ-মায়ের শ্রীমুখ নিঃসৃত অমিয় উপদেশ কথা মুদ্রিত হইল। শ্রীশ্রীব্রহ্মজ্ঞ-মা তাঁহার ভক্তগণের নিকট যে সকল উপদেশ বলিতেন তাহারই কতকাংশ এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সন্নিবেশিত হইল।

শ্রীশ্রীব্রহ্মজ্ঞমা ১২৮৬ বঙ্গাব্দে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বিতারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৪১ সনে দেওঘর বৈদ্যনাথ ধামে মহানির্ব্বান লাভ করেন। বাংলা ১৩২০ সনে ভক্তগণ শ্রীশ্রীমায়ের লোকোত্তর জীবনের এবং মুক্ত অবস্থার পরিচয় পাইতে থাকেন। আমরা যে সময়ে তাঁহার পুণ্যদর্শন লাভ করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম সেই সময়ে তিনি সমাধিমগ্ন অবস্থায় নিজ উপলব্ধভাব বর্ণনা করিয়া হস্ত সঞ্চালন ক্রমে বলিতেন "আছে আকাশজোড়া বিরাট হাসি।" আকাল ব্যাপী সেই বিরাট সত্বা অনুভব করিয়া তাহা যে কত অনির্ব্বচনীয় আনন্দময় অবস্থা তাহা ইঙ্গিত করিতেন এবং সেই নিত্য সত্য আনন্দময় অবস্থাই সকলের উপলব্ধি করার বস্তু এই উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন—অসত্য অনিত্য কল্পনাময় জগৎ, ইহাতে চিরন্তন সুখ নাই। ইহা হইতে নিস্কৃতিলাভ করার চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

নিবেদক—
সঙ্কলিতা।

অনেন জ্ঞানমাপ্নোতি সংসারার্ণবনাশনম্
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং কৈবল্যং ফলমশ্নুতে।

শ্রুতিঃ।

শ্রীশ্রীব্রহ্মজ্ঞ-মা

(১)

ব্রহ্মই সত্য—অপর সকলই মিথ্যা। মিথ্যা বিষয় পাইবার ও জানিবার জন্য মানুষের এত আগ্রহ এত যত্ন—আত্ম-তত্ত্ব যে এত আশ্চর্য্যজনক তাহা জানিতে লোকের মনে ইচ্ছা ও আগ্রহ জন্মে না। তাহার কারণ মানুষের মন বাসনায় ঢাকা। মানুষ বাসনায় অন্ধ হইয়া আছে।

(২)

সকল চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এত মানুষ মরিতেছে তাহা দেখিয়া ও অন্য মানুষের হুঁস (চৈতন্য) হয় না।

(৩)

এই জগৎটা জলের তলের গাছের ছায়ার মতন ; জলের তলে যে গাছের ছায়া দেখা যায় তাহা যেমন মিথ্যা গাছ, তেমন এই জগৎ অসত্য। এই জগৎ যে অসত্য তাহা বুঝাই সাধনা।

(৪)

বৈরাগ্যই আত্ম দর্শনের মূল উপায়। বৈরাগ্য বিহীন মস্তিস্ক কখনই অনুভব করিতে পারে না।

(৫)

ঠিক ঠিক জ্ঞান-বিচার চাই। ঠিক বুঝিবার ক্ষমতা হইলে কিছু ছাড়িবার বা ধরিবার প্রয়াস করিতে হয় না। জ্ঞান

ব্যতীত মুক্তি নাই। যদি কেহ মুক্তির শান্তি চায়, তবে জ্ঞানই আশ্রয়।

(৬)

নির্গুণ ব্রহ্ম ভাবে এক—প্রেমের ভাবে দুই—কামে বহু। অর্থাৎ নির্গুণ পরম ব্রহ্ম অবস্থায় এক অহং ভাব বিদ্যমান থাকে, প্রেমে দুই—ভক্ত এবং ভগবান, এবং কামে (বাসনায়) বহু ভাব আমার দেহ, আমার স্বজন, আমার গৃহ ইত্যাকার বহু জ্ঞান জন্মে।

(৭)

ধর্ম্মাধর্ম্ম বলিতে আমি এই বুঝি যে ভব-সাগর হইতে কিরূপে ত্রাণ পাওয়া যায় তাহার চেষ্টা। ভুলে এই জগতে আসা হইয়াছে ; ভুল ভাঙ্গিয়া মূলে যাওয়াই ধর্ম্ম।

(৮)

এই জগৎ কল্পনার তৈয়ারী—ইহাতে সত্য কিছুই নাই। যেমন সমুদ্রের জল সূর্য্য কিরণে উত্তপ্ত হইয়া বাষ্পাকারে মেঘ হয় এবং বৃষ্টি হইয়া খাল বিল নদী প্রভৃতিতে পতিত হয় তদ্রূপ এক পরমাত্মাই কল্পনা দ্বারা বদ্ধ হইয়া ভ্রমে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হয়।

(৯)

জলের বুদ্‌বুদের যেমন পোটার পর পোটা উঠিয়া সূত্রাকারে চলে, তেমন মনের ও কল্পনার পর কল্পনা উঠিয়া মনকে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ঘুরায়। বিষয়-লিপ্সা দূর হইলে মন ক্রমশঃ স্থির হয় এবং এই স্থিরতা দ্বারা স্ব-ভাব প্রাপ্ত হয়।

(১০)

লোক বলে ধর্ম্ম করি—কিন্তু ধর্ম্ম কি তাহাই বুঝেনা—কি করে তাহা তলাইয়া দেখে না। কি করিতেছে, ঠিক ধর্ম্ম করা হইতেছে কিনা তাহা বুঝিতে পারে না। জীবন ব্যাপিয়া কতকগুলি নিয়ম নিষ্ঠা পালন করিল বটে ; তাহাতে আত্মোন্নতি কতদূর হইল তাহা পরীক্ষা করিতে পারে না। অবিচারে সকল নষ্ট হইল। হৃদয়ে বিবেক বিচার না থাকিলে, বৈরাগ্য না হইলে ধর্ম্ম করা হয় না।

(১১)

চাই শুধু প্রাণের টান। যত যোগ বল, নিয়ম বল, কেবল ঐ টান টুকু লাভের জন্য। ঐ প্রাণের টান না হইলে সমস্তই বৃথা।

(১২)

জগৎ যে কাল্পনিক এ-ধারণা করা চাই। বাসনা ত্যাগ না হইলে চিত্ত শুদ্ধি হয় না ; চিত্ত শুদ্ধি না হইলে ঐ ধারণা জন্মিতে পারে না।

(১৩)

মৃত্যু চিন্তা দ্বারা সহজে মনে বৈরাগ্য জন্মে। মৃত্যুর জন্য যে লোকের মনে ভয় হয় তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার দ্বারা হইয়া থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বহুবার মৃত্যু হইয়াছে, তাহার যাতনা ভোগ হইয়াছে, সেই সংস্কার গুপ্ত ভাবে হৃদয়ে আছে বলিয়াই মৃত্যুর কথায় ভয় হয়।

(১৪)

সমাধির সমান সুখ নাই—মৃত্যুর মত দুঃখ নাই। সমাধির রস (আনন্দ) যেমন বলা যায় না, মৃত্যু-যাতনা ও তেমন বলা যায় না। গভীর অরণ্যে অন্ধকার রাত্রে এক জনকে নির্জনে বদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহার যেরূপ ভয় উপস্থিত হয় অথচ সেই ভয় হইতে নিস্কৃতির কোন উপায় পায় না, তাহা অপেক্ষা দুর্বিসহ যাতনা মৃত্যু সময়ে উপস্থিত হয়। মানুষ জীবিত অবস্থায় সামান্য ত্যাগ করিতে পারে না, কিন্তু মৃত্যু সময়ে সমস্ত ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হয়, এই সর্ব্ব-বিষয়-বিরহ যাতনা এবং তদুপরি মৃত্যুর পরে এক অন্ধকার পূর্ণ জড়তা বোধ মৃত্যুর পরে তীব্র দুঃখের কারণ হইয়া থাকে।

(১৫)

বেশী নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে। একে মোহ-নিদ্রা, তার উপর আবার ঘুম। মানুষ এমন সুন্দর নিস্তব্ধ রাত্রি কেবল ঘুমে কাটাইয়া দেয় কিন্তু রাত্রি বেলাই আত্ম চিন্তার পক্ষে প্রকৃষ্ট সময়।

(১৬)

কাম উপভোগ বিষের লাড়ু খাওয়ার তুল্য। ইহাতে আত্মা যত আবরিত থাকে অন্য কিছুতে আত্মাকে তত ঢাকিতে পারে না। এই লিপ্সা যত ত্যাগ হইবে মন তত পাতলা বোধ হইবে।

(১৭)

সর্ব্বদা হুঁস রাখিতে হয়। মানুষের মাত্র হুঁস নাই।

সর্ব্বদা হুঁসের দরকার। বেহুঁস হইলে মুস্কিল। সর্ব্বদা আত্ম পরীক্ষা করিতে হয়। আত্ম-পরীক্ষা ও সর্ব্বদা হুঁস রাখা একান্ত দরকার।

(১৮)

সাধারণতঃ মানুষ ভাবে তাহারা বেশ বুঝে—সকল বিষয় জানে। কিন্তু ঠিক ঠিক বুঝ-শক্তি কই? তাহাদের সূক্ষ্ম বিচার শক্তি নাই। ঠিক বিচারে মনের বন্ধন তখন তখন কাটিয়া যায়। মানুষ কামকে উপর ভাসা খারাপ মনে করে, সূক্ষ্ম ভাবে উহাতে রস অনুভব করে। যে পর্য্যন্ত উহাতে রস আছে মনে হইবে, সে পর্য্যন্ত উহা দমন হইবে না। উহাতে যে প্রকৃতই রস নাই উহা বুঝাই ঠিক বুঝ। এরূপ সূক্ষ্ম বুঝ শক্তি চাই।

(১৯)

কোন বিষয়ে রস আছে এই বোধ থাকিলে তাহা ছাড়িতে পারা যায় না। সর্পের মত, বিষের মত বিষয় রস বিরস ও ভয়ঙ্কর বুঝিতে পারিলে তাহা ত্যাগ করিতে কষ্ট হয় না। আপন হইতেই ত্যাগ হইয়া যায়। এই বুঝিবার শক্তি দরকার। ঠিক বিচার দ্বারা যদি বুঝিতে পারা যায় যে বিষয় মানুষকে সুখ দিতে পারে না, প্রকৃত শান্তি সুখ ঢাকিয়া রাখে, তবে বিষয় বিষবৎ বোধ হইবে এবং সহজেই ত্যাগ হইবে। এইরূপ সূক্ষ্ম ভাবে বুঝিবার নামই জ্ঞান। এইরূপ বুঝিবার জন্যই অভ্যাস ও বিচারের প্রয়োজন।

(২০)

আশাই মানুষকে স্থির হইতে দেয় না। আশাই মনকে ঘুরায়। আশাই বাসনা—আশা কেবল সুখ দিবে বলিয়া লোভ দেখায়, সুখ দিতে পারে না। আশা না ছাড়িলে সুখ পাওয়া যায় না। আশাতে শান্তি মিলে না। যত আশা পরিত্যক্ত হয় মন তত বন্ধন মুক্ত হয়। আশা ছাড়িলেই শান্তি আসে।

(২১)

অহঙ্কার এবং অহং-ভাবের পার্থক্য এই যে মানুষের মনে অহঙ্কার হইলে মানুষ বৃথা আমিত্ব নিয়া নিজকে অপর হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং যশঃ মান ও বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব আকাঙ্খা করে। কিন্তু অহং-ভাব তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত—তখন মন গলিত হইয়া যায়, নিজকে সর্ব্ব-ময় বোধ হয়, সর্ব্বভূতে নিজকে দৃষ্টি করে। কাহার সহিত পৃথক সত্তা থাকে না—একমাত্র "আমি" বিদ্যমান এরূপ জ্ঞান হয়—ভেদ জ্ঞান থাকে না।

(২২)

মুক্ত পুরুষদের ভিতর শ্রেণীভেদ আছে। যেমন সমুদ্রের জল তরঙ্গে আলোড়িত হইয়া তটে উঠে এবং পুনরায় সাগরে মিশে, তদ্রূপ আজন্ম নির্লিপ্ত অবতার শ্রেণীর মানুষই নির্গুণে সগুণ হইতে পারে—কিন্তু নদীর জল একবার সাগরে মিশিলে পুনরায় নদীতে মিশিতে পারে না; জীবশ্রেণীর মুক্ত পুরুষেরা নির্গুণে সগুণ হইতে পারে না—তাহারা মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত

হইয়া দেহে অবস্থান করিতে পারে না। কিন্তু অবতার কথার সেরূপ নিগূঢ় অর্থ করা হয় না। কার্য্য কারণে সাধারণ সাধু পুরুষ ও অবতার বলিয়া অভিহিত হয়, অথচ আজন্ম সংস্কার-বিহীন সিদ্ধ সাধুদের পরিচয় হয় না।

(২৩)

লোকের এক প্রকাণ্ড ভুল—ভাল করিবার সময় আমি, মন্দ করিতেছ তুমি। অর্থাৎ মন্দ কাজ করিলে বলা হয় ঈশ্বরই এরূপ মতি জন্মাইয়াছে এবং কোনও ভাল কাজ করিলে বলা হয় তাহা নিজ চেষ্টার ফলেই হইয়াছে। এক হয় বলিতে হইবে ঈশ্বরই সকল করিতেছেন (নির্ভরের ভাব) না হয় বলিতে হইবে সকলই স্বকর্ম্ম-ফল।

(২৪)

সত্য ভাবের অল্পও ভাল। খাটী সত্য ভাবে কপটতা থাকিতে পারে না। অনেকে সাধুমতে চলিতে যাইয়া এরূপ ভান করে যে তাহার ইচ্ছা থাকিলেও অন্যের জন্য সে সত্য পথে চলিতে পারে না। সত্যের প্রতি অনুরাগ না থাকিলেই কপটতা করিয়া অন্যের উপর দোষারূপ করিতে হয়। নিজের ইচ্ছা থাকিলে পরের জন্য ইচ্ছার হানি হয় না—বরং দুদিন আগে বা পরে হয়।

(২৫)

শিশুকালে পুতুল কিনিতে শিশুদের খুব আগ্রহ থাকে; কিন্তু বয়স বাড়িলে সে সকল জিনিসে মন যায় না। তদ্রূপ জ্ঞান চক্ষু ফুটিলে সংসারের বিষয় সকল পুতুলের মত নিরর্থক বোধ

হয়, তাহাতে মনের শান্তি বোধ হয় না। সংসারটা একটা রঙ্গের (তামসার) স্থান, এখানে শান্তি মিলে না।

(২৬)

যতদূর ছাড়িতে পারা যায় ততদূরই পাওয়া যায়। জগতের বিষয় মন হইতে যত বিরস বোধ হইবে ততদূরই সত্য উপলব্ধি হইবে। সকল ছাড়িতে পারিলে সকল পাওয়া যায়। সমস্ত জাগতিক বিষয় কল্পনা এই বোধ হইলে পূর্ণ সত্য জ্ঞান উদিত হয়।

(২৭)

"জীব আসে শূন্য, যায় শূন্য
সঙ্গে নেয় কেবল পাপ পুণ্য।"

মানুষ মরিবার সময় সঙ্গে কিছুই নিতে পারে না—কেবল মানসিক গতি যেরূপ সেরূপ ভাব নিয়া চলিয়া যায়। বিষয়ের প্রতি মন লিপ্ত থাকায় মনে বাসনার সংস্কার থাকিয়া যায়।

(২৮)

মানুষ কামনা বশতঃ বিষয় কর্ম্মকেই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে। মানুষ নিজ স্বভাব ভুলিয়া—মিথ্যা কর্ত্তব্য নিয়া ঘুরিতেছে—কর্ত্তব্যের ভাণ করিয়া আসক্তির কাজে লিপ্ত থাকে। আসক্তি আছে বলিয়াই কর্ত্তব্যের ছলনা করে—আসক্তির জন্যই কর্ত্তব্য জ্ঞান ভাবে।

(২৯)

সত্য, অসত্য, বিবেক, বিচার, ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলের মূলেই ইচ্ছা—ইচ্ছাই মূল! ইচ্ছা থাকিলে ফন্দি (কৌশল) আপনিই

আসে; ইচ্ছা হইলে কিছুই কষ্টকর বোধ হয় না। ইচ্ছা হইতেই অভ্যাস হয়।

(৩০)

দুর্ব্বলতা কি?—আশা ছাড়িতে পারে না বলিয়াই দুর্ব্বলতা আসে। আশা ছাড়িতে পারিলে দুর্ব্বলতা আসিতে পারে না। আশা নষ্ট হইবে আশঙ্কায়ই মনে দুর্ব্বলতা আসে। আশা ত্যাগ হইলে মনে কোন দুর্ব্বলতা আসিতে পারে না। আশাই মনকে দুর্ব্বল করে।

(৩১)

মূল কথা হইল ইচ্ছা। ইচ্ছা থাকিলে মানুষ কি না করিতে পারে? ইচ্ছা থাকিলে জীব শিব হইতে পারে। ঠিক ঠিক ইচ্ছা হইলে কোন দুঃখ কষ্টের জন্য ভয় হয় না এবং ঠিক ইচ্ছা হইলে কোনখানে ঠেকা পড়ে না। ভোগ বাসনার ইচ্ছা না থাকিলে ভোগ আসিতে পারে না। যতদিন ভোগে রস মনে হইবে ততদিন ভোগের ইচ্ছা থাকিবে। ভোগে রস নাই বুঝিলে ভোগের ইচ্ছাও থাকিবে না।

(৩২)

ঘৃণা লজ্জা ভয় কুল মান ইত্যাদি অষ্ট পাশ পরিত্যজ্য। কিন্তু পাগলেরও এসব নাই; তাই বলিয়া কি পাগল সাধু হইতে পারে? এই কথার অর্থ যে ধর্ম্ম করিবার সময় কেহ ঘৃণা করিবে বলিয়া লক্ষ্য না থাকা, কাহার কথায় লজ্জা না করা, ভয় না করা—কুল মান এ সকল বিষয়ে উদাসীন থাকা।

(৩৩)

সর্ব্বদা কেবল অনিত্যতা বিচার করিবে—তবেই সব মায়া মোহ দূর হইবে। এই জগতের বিষয় অনিত্য বোধ হইলে তাহাতে রস বোধ থাকিবে না—মন তাহা হইতে সরিয়া পড়িবে।

(৩৪)

মানুষ এত চঞ্চল—বিষয় বাসনায় এত অস্থির যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও পশ্চাৎ দৃষ্টি করিতে পারে না—কেবল সম্মুখ দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছে—পরে কি হইবে ভাবিতে সময় পায় না—কেবল উপস্থিত বিষয় নিয়া আছে। স্থির চিত্তে ভাবিতে পারিলেই কিছু বুঝা যায়। কিন্তু মানুষের সে সময় কই? মানুষ বিষয় বাসনা দ্বারা মনকে এত চঞ্চল করিয়া রাখিয়াছে যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির চিত্তে ভাবিতে পারে না।

(৩৫)

কি অজ্ঞান রাজ্য। এ সংসার কেবল অজ্ঞানের খেলা। মানুষগুলির মধ্যে প্রায় সকলেরই পশু-ভাব—কেবল উপর দিয়া সাজ সজ্জা আছে—কাহার মনে তত্ত্ব জ্ঞান খেলে না।

(৩৬)

সকল কাজের মূলে ইচ্ছা—ইচ্ছা হইলে জীব শিব হইতে পারে। কিন্তু খাটী ইচ্ছার জন্য যে কাজ করিতে হইবে তাহাতে আপন-জ্ঞান হওয়া চাই। মানুষ নিজের কাজের জন্য সংসারে কতই কষ্ট করিয়া থাকে। যাহা আপন বলিয়া বুঝা যায় তাহাই করা যায়। ঈশ্বর আপন এ জ্ঞান হইলে ঈশ্বরকে

পাইবার ইচ্ছা হইবে এবং ভোগ বাসনা ত্যাগ সহজ হইয়া পড়িবে। ঠিক ঠিক আপন জ্ঞানে বুদ্ধ রাজ্য ছাড়িয়া দিল—ল্যাংটা তাহার ল্যাংটী ছাড়িতে পারে না।

(৩৭)

জ্ঞান হইলে বুঝিবে তোমরা সকলেই বিরাট—কেহই ক্ষুদ্র না। তোমরা বিরাট, তবু ভুলে ক্ষুদ্র বোধ হইয়া রহিয়াছ। বাস্তবিক তোমরা কেহই ক্ষুদ্র না ক্ষুদ্র মনে করিতেছ বলিয়া ক্ষুদ্র হইয়া রহিয়াছ।

(৩৮)

তোমরা হাতের মাল হাতে না আনিয়া সুখ পাও কিরূপে? তোমরা কোন ভরসায় আছ? পরের হাতে জীবন, কোন সময় জীবন যার তার ঠিক নাই। পরাধীনতার সুখ পাও কিরূপে? ভুল ভাঙ্গিয়া মূলে যাও। ভুল না গেলে শান্তি কোথায়?

(৩৯)

তোমরা মনে কর তোমরা দেহ; বাস্তবিক তোমরা দেহ না, মনও না—তোমরা বিরাট আত্মা। দেহ জগৎ সকলই তোমার মনের তৈয়ারী। তোমরা মনে কর তোমরা ক্ষুদ্র—সাধনা দ্বারা বিরাট আত্মায় মিশিয়া যাইবে—প্রথমতঃ এইরূপ ভাবই হইবে। তোমরা নিজেই বিরাট আত্মা।

(৪০)

ত্যাগই শান্তি—ভোগই দুঃখ! যতদূর ত্যাগ হয় ততদূরই

মন পাতল বোধ হয়। জ্ঞান হইলে বুঝা যায় জ্ঞানে কত শান্তি। ভোগে কত বন্ধন, কত দুঃখ। জ্ঞান হইলে কিছুর অভাব বোধ থাকে না—পূর্ণ শান্তি। ভোগে পিপাসা মিটে কই? সমস্ত ত্যাগ হইলে পূর্ণ জ্ঞান হয়—সমস্ত ভ্রান্তি দূর হয়—কিছু জানিবার বা পাইবার বাকী থাকে না। তখন পূর্ণ শান্তি বিরাজ করে।

(৪১)

প্রবল ইচ্ছা হইলে কোন বাধা বিঘ্নে ধরিয়া রাখিতে পারে না। কোন লোকের টাকার তোড়া জলে পড়িলে সে কি সেই তোড়া না তুলিয়া কাহার কথায় কাণ দেয়? পশ্চাৎ হইতে কেহ তাহাকে ডাকিলেও সে যেরূপ কাহারও প্রতি খেয়াল না করিয়া তোড়া উঠাইতে ব্যস্ত হয়, তদ্রূপ যাহারা বুঝিতে পারে যে কেবল আত্মাই সত্য, তাহারা কাহার কথায় ভ্রুক্ষেপ না করিয়া আত্মাকে খুজিয়া লইতে ব্যস্ত হয়—কাহার বাধা বিঘ্নে বসিয়া থাকে না। ঠিক জ্ঞানে প্রবল ইচ্ছা জন্মে—তখন কোন বাধা বিঘ্ন মনে আসে না।

(৪২)

তোমাদের সর্ব্বদাই মনে হয় "আমি আছি"। তোমাদের দেহের প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন হইতেছে, এই শত পরিবর্ত্তনের মধ্যে "আমি আছি" এই স্থির জ্ঞানটুকু থাকে—আমি নাই এই ভাব আসে না। এই যে জ্ঞানটুকু তাহা সত্য "অহমস্মি" এর আভাস। আমি সতত বিদ্যমান এই যে সত্য ভাব তাহা ইহা

হইতে ধারণা করা যায়। ইহা হইতেই অনুমান করা যায় একমাত্র "অহং"ই বিদ্যমান, অন্য কিছু নাই।

(৪৩)

তোমরা কল্পনা করিয়া যেখানেই যাও সেখানেই তোমাদের দেহ সঙ্গে যায় বলিয়া বোধ হয়। তোমাদের দেহ ব্যতীত তোমরা তোমাদিগকে পৃথকভাবে ভাবিতে পার না। এমন কি স্বপ্নে যখন এদেহ বিছানায় পড়িয়া থাকে, তখনও অন্যত্র তোমার দেহ নিয়াই যেন তুমি বেড়াইতেছ এরূপ অনুভব জন্মে। ইহার কারণ দেহের সঙ্গে তোমার মন অত্যন্ত জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। যাহার মন যত কম আসক্ত সে নিজ দেহকে তত পৃথক ভাবিতে পারে।

(৪৪)

মনে আত্ম-ভাব বিকাশ পাইলে কাম-রসে লিপ্ততা থাকে না। কঠিন রোগীর খাওয়া দাওয়া, কথাবার্ত্তা, থাকিলেও কাম ভাব থাকে না। তদ্রূপ আত্ম-দ্রষ্টা সাধুদের দেহে অবস্থিতি থাকিলেও বালকের ন্যায় কাম ভাব থাকে না।

(৪৫)

ত্যাগই শান্তি। অন্তরে ত্যাগ হইলে বাহিরে ত্যাগ না হইলেও চলে ইহা বলা কপটতা। অন্তরে বাহিরে যাহাদের ত্যাগ তাহাদের ত্যাগই ঠিক। যাহারা সকল ত্যাগ করিতে পারে নাই তাহারা ক্রমশঃ ত্যাগ অভ্যাস করিতে পারে—কিন্তু সর্ব্ব ত্যাগই শান্তি।

(৪৬)

নানা সাধুর নানারূপ কথা, তাহার কারণ যে যতদূর বুঝিতে পারিয়াছে সে ততদূর মাত্র বলিতে পারে—তাহার নিকট তত-দূরই সত্য। খাটী সত্য…অদ্বৈত বাদ।

(৪৭)

তোমরা বল যে কিছু বুঝিতে পার না। তোমাদের কুণ্ডলিনীর পথ বিষয় বাসনায় ঢিপিয়া রহিয়াছে। ভাব—ভাব্‌তে ভাব্‌তে সৎ চিন্তা দ্বারা কুণ্ডলিনীর পথ পরিষ্কার হইবে। ভিতর পরিষ্কার বোধ হইবে এবং উচ্চ ধারণা হইবে।

(৪৮)

কুণ্ডলিনী শক্তি কি? কুণ্ডলিনী শক্তি আর কিছু নহে—আত্মাকে পাইবার জন্য প্রবল ইচ্ছা। ইচ্ছা শক্তিই কুণ্ডলিনী। ইচ্ছাকে প্রবল করার নামই কুণ্ডলিনীর জাগরণ। আত্ম-ইচ্ছা প্রবল হইলে আপ্‌না আপ্‌নিই শ্বাস-ক্রিয়া নাড়ীর ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হয়—নতুবা জোর করিয়া শ্বাস-ক্রিয়া রোধ করিলে কোন লাভ হয় না।

(৪৯)

তত্ত্ব বুঝা চাই—তত্ত্ব বুঝাই মূল কথা। তোমরা বল তোমরা বুঝিতে পার—কিন্তু ইহাকে ঠিক বুঝা বলা যায় না। মূল কথা ঠিক ঠিক যতদূর বুঝিবে ততদূরই কাজ হইবে। ঠিক বিচার দ্বারা কোন বিষয়ের উৎপত্তি নিষ্পত্তি বুঝিতে পারিলে তাহাতে প্রকৃত পক্ষে রস আছে কিনা জানা যায়। যদি দেখা

যায় যে সেই বিষয়ে রস নাই—তখন মনে হাসি আসে, সে বিষয় মনে আর স্থান পায় না। ইহাই ঠিক বিচার।

(৫০)

বিশ্বাসেই সকল হয়—সরল বিশ্বাস চাই। আত্মার প্রতি বিশ্বাস হইলে সহজেই তাহার প্রতি আগ্রহ হয়, চেষ্টা হয়। কিন্তু সে বিশ্বাস কই? জ্বর হইলে ডাক্তার যদি কুপথ্য খাইতে নিষেধ করে, রোগী তাহা খায় না। সামান্য দেহের জন্য এত আগ্রহ শুধু বিশ্বাসে হয়। আত্মা আছে এই বিশ্বাস হইলে তাহার জন্য চেষ্টা না হইবে কেন? মানুষের সামান্য বিষয়ের জন্য বিশ্বাস হয়, কিন্তু আত্মার প্রতি বিশ্বাস হয় না।

(৫১)

অনেকে বলে যে সংসার ছাড়িতে পারি না—কিন্তু সংসারটা কি? সংসার বলিয়া কিছু নাই; সংসার মন কল্পিত; সংসার নিজ বাসনার তৈয়ারী। বাসনা না থাকিলে সংসার থাকে না। যেমন মাকড়সা জাল পাতিয়া তাহাতে বদ্ধ হইয়া থাকে, মানুষও নিজ বাসনা কামনায় সংসার তৈয়ার করিয়া তাহা নিয়া ব্যস্ত থাকে ও কষ্ট ভোগ করে। সংসারটাকে সত্য বিবেচনা করিয়া তাহার জন্য ভাবনা করে; সংসারকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হইলে তাহার জন্য চিন্তা হয় না; নিজে ইচ্ছা করিয়াই সংসার তৈয়ার করা হয়—নিজে ইচ্ছা না করিলে সংসার আসিবে কোথা হইতে? বাসনাই সংসার।

(৫২)

ভুলই যত দুঃখের কারণ। কোন দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহার কারণ বুঝিতে পারিলে দুঃখ থাকে না। তাহা বুঝিবার অক্ষমতাই দুঃখের কারণ। যত ভুল তত দুঃখ।

(৫৩)

যত রাখিবে গুপ্ত তত হইবে শক্ত—অর্থাৎ আজ্ঞ-তত্ত্ব যত গোপনে রাখা যায় ততই তাহার শক্তি বৃদ্ধি পায়। প্রকাশ করিলে তাহার গুরুত্ব কমিয়া যায়।

(৫৪)

জগৎকে সত্য জ্ঞান করাতে ইহা ছাড়িতে পারা যায় না। বাস্তবিক জগৎ বলিয়া কিছু নাই; জগৎ মনের কল্পনা মাত্র। জগৎ যে কল্পনা ইহা না বুঝিলে সত্য প্রকাশ পায় না।

(৫৫)

ভোগ দ্বারা কখন ও ভোগ নিবারণ হয় না। গায়ে কাদা লাগিলে তাহাতে আরো কাদা মাখিলে তাহা পরিষ্কার হয় না। কোন বিষয়ের জন্য আক্ষেপ আসিলে তাহা বিচার পূর্ব্বক জোর করিয়া ছাড়িয়া দিবে। জোর করিয়া ছাড়িয়া দিলে আক্ষেপ দমন হইয়া আসে। এরূপ অভ্যাস করিলে জ্ঞান উপস্থিত হয়। যখন যে বিষয় ছাড়িতে হইবে তখন তাহা তৎক্ষণাৎই ছাড়িতে হয়, পরে ছাড়িবে বলিয়া সময়ের অপেক্ষা করিলে তাহা "ছাড়া" হয় না।

(৫৬)

ছাড়া ধরা কি? জ্ঞান হইলে বুঝা যায় যে কিছু ছাড়িবার ও ধরিবার নাই যাহা আছে আছেই। আমিই (আত্মাই) বর্ত্তমান এ জ্ঞান হইলে সমস্ত আপনা হইতে ত্যাগ হইয়া যায়।

(৫৭)

এই জগৎ মন কল্পিত মাত্র—ইহাকে সত্য মনে করিলে ছাড়িতে পারা যায় না। জগৎ মন কল্পিত ইহা যাহারা ধারণা করিতে পারে না তাহারা সত্য বোধ করিতে পারে না। ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে অনেকেই পারে—কিন্তু ঠিক জ্ঞান না হইলে মুক্তি লাভ হয় না।

(৫৮)

অনেকেই ধর্ম্ম পুস্তক পড়ে—কিন্তু পুস্তকে শত ত্যাগের কথা থাকিলে ও কোথাও এক আধটা ভোগের মিশ্রিত কথা আছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া তাহাই ধরে। ভিতরে বিবেক বৈরাগ্য না থাকিলে কোন বই পুস্তকে কিছু করিতে পারে না। যাহাদের ভিতরে জ্ঞানের পিপাসা আছে তাহারাই পুস্তকাদির সাহায্য পাইতে পারে।

(৫৯)

এ জগৎটা আহাম্মকে পরিপূর্ণ; খাটী সত্য বুঝে এরূপ লোক অতি কম। সকলেই সংসারকে সত্য জ্ঞান করিয়া ভুলে আছে। অথচ যাহারা সত্য ধরিতে ও জানিতে চাহে তাহাদিগকে পাগল বলে।

(৬০)

এ সংসারের লোক ছোট ছেলেদের মত, যৎ সামান্য যাহা পাইয়াছে তাহা নিয়াই সন্তুষ্ট আছে। রোগ শোকে দগ্ধ হইয়া ও এই জগৎকে সুখকর মনে করে। ছোট ছেলেরা একটু মিষ্টি জিনিস পাইলেই সন্তুষ্ট হয়। এ জগতের লোকের ও তদ্রূপ অবস্থা; কি মোহ।

(৬১)

ভোগে কখনও তৃপ্তি হয় না। ধনী রাজা বিদ্বান কেহই বলিতে পারে না যে ভোগের দ্বারা তৃপ্তি হইয়াছে। স্বপ্নে খাইলে যেমন তৃপ্তি হয় না তদ্রূপ ভোগেও তৃপ্তি হয় না। প্রত্যেক লোকই নিজ নিজ অতীত জীবনের কথা ভাবিলে বুঝিতে পারিবে যে তাহাতে এবং স্বপ্নে কোন প্রভেদ নাই।

(৬২)

তোমরা যে বিরাট ব্রহ্ম ইহা এরূপে ধারণা করিতে পার—ভাবিয়া দেখ, তুমি যেন সকল খানেই আছ; তুমি বলিবে মনটা সকল খানে যায়—বস্তুতঃ তাহা নহে, তুমিই সকল খানে আছ। তবে যেখানেই তুমি আছ বলিয়া ধারণা কর সেখানেই তোমার দেহ দৃষ্ট হয়। এই দেহ-অধ্যাসই ভ্রান্তি নতুবা তুমি এ ক্ষুদ্র দেহে বদ্ধ নও। তুমি যে বিরাট ইহা এভাবে অনুমান করা যায়।

(৬৩)

অনেক মানুষ মনে করে যে ধর্ম্ম একটা সস্তা জিনিস। এ

জগতের লেখা পড়া করা ও অর্থ উপার্জ্জন করা কত পরিশ্রমের কাজ; ধর্ম্ম জিনিসটাকে আলগা কাজ মনে করে বলিয়া মনে করে ধর্ম্ম সহজেই অন্য কাহার নিকট পাওয়া যায়। ধর্ম্মের জন্য পিপাসা না থাকাতে এরূপ ভাব মনে করে।

(৬৪)

অনেকেই কামনার গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া কাম দূর করিতে চায়। কিন্তু কাম ও কামনা একত্রে বাস করে। কামনা থাকিলেই কাম থাকিবে, কামনা ছাড়িতে থাকিলে কাম দূর হয়। কাম দমনের ইচ্ছা না থাকিলে এরূপ উপর ভাসা কথা আসে।

(৬৫)

কাম ছাড়িয়া পবিত্র হইতে থাকিলে আত্ম দর্শনের পথ পরিষ্কার হয়। কাম-ভোগের আশা দূর হইলে মন খুব পরিষ্কার হইতে থাকে। কাম রসে মন লিপ্ত থাকিলে জগতের অসারত্ব মনে আসে না।

(৬৬)

একটা ইচ্ছা প্রবল হইলে অপর ইচ্ছা ত্যাগ হয়। এক দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অপর দিক দেখা যায় না। বিবেক বিচারের বলে আত্মাই সত্য এই কথা বুঝিতে পারিলে, আত্মাকে পাইবার ইচ্ছা প্রবল হইলে অন্য ইচ্ছা দমন হইয়া যায়। এই এক ইচ্ছা প্রবল হওয়া চাই। সকল ত্যাগ করিবার উপায় সকল আশা ছাড়িয়া দেওয়া। সকল বিষয়ের আশা ছাড়িয়া দাও এবং

আত্মাকে পাইবার ইচ্ছা প্রবল করিয়া দাও। পরে এই ইচ্ছাও চলিয়া যাইবে এবং তুমি বিরাট ব্রহ্মরূপে অবস্থান করিবে।

(৬৭)

আত্ম দর্শনের উপায় ঠিক ঠিক জ্ঞান-বিচার এবং প্রবল মনের জোর। বিষয় বাসনা জোর করিয়া ছাড়িয়া দিবে এবং জোর করিয়া সত্যের প্রতি লাগিয়া থাকিবে। ঠিক বুঝিবার শক্তি হইলে এ সকল সহজ বোধ হইবে।

(৬৮)

মানুষ এ জগতের কাজে জয়ী হইয়া ভাবে একটা করিলাম, কিন্তু কি যে করা হইল ভাবিয়া দেখে না। এ জগতের সকল কাজই স্বপ্নের মতন। কেহ বড় মজার স্বপ্ন দেখে, স্বপ্নের পরে তাহা আর থাকে না। এ জগতের যাহা কিছু করা হয় সকলই শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে।

(৬৯)

বাসনাই সংসার। মানুষ অজ্ঞানতা বশতঃ বাসনা কামনায় বদ্ধ হইয়া সংসার রচনা করে, নিজ কামনায়ই সংসার দেখা যায়। বাসনা না থাকিলে সংসার থাকে না।

(৭০)

এত মানুষ মরিতেছে তবু অন্য মানুষের হুঁস হয় না। মানুষ ভাবে অপরে মরিবে কিন্তু নিজে মরিবে এ ভাব মনে আসে না। নিজের চিন্তা না করিয়া অপরের কথাই ভাবে।

(৭১)

মানুষ মরিলে তাহার আত্মীয় স্বজন মনে করে তাহাদেরই যত কষ্ট, যে মরিয়াছে সে সারিয়াছে। কি ভ্রান্তি! এক জনের বিয়োগে যদি এত কষ্ট হইতে পারে তবে যে মরিয়াছে সকলের বিয়োগে তাহার কত কষ্ট তাহা কি কল্পনা করা যায়?

(৭২)

একটী তীব্র ইচ্ছাই উপায়; তীব্র ইচ্ছা চাই। তীব্র ইচ্ছা ও দৃঢ় সঙ্কল্প ব্যতীত জ্ঞান লাভ হয় না। জগৎ অনিত্য, জগতের সুখ অনিত্য ইহা বুঝিয়া নিত্য আনন্দময় অবস্থা লাভের ইচ্ছাই জ্ঞান।

(৭৩)

খাটী বিচার আত্মালাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। ঠিক বুঝিবার ক্ষমতা হইলে অসত্য জিনিসের রস কমিয়া যায় এবং মন আপন হইতেই সত্যের প্রতি অনুরাগী হয়।

(৭৪)

গুরু ব্যতীত কি আত্মালাভ হয়? হইতে পারে, তবে বড় কঠিন। মুক্ত পুরুষের আকর্ষণ পাইয়াই কম লোক মুক্তিকামী হয়। যদি মুক্ত পুরুষের আকর্ষণ না পাওয়া যায় তবে আত্মাকে লাভ করিবার জন্য ইচ্ছা কাহারও অতি ভাগ্যফলে হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশেরই না হওয়ার কথা। সে জন্য গুরুর অতি আবশ্যক।

(৭৫)

মৃত্যু চিন্তার ন্যায় অন্য কোন চিন্তাই মনে বৈরাগ্য আনিতে

পারে না। সর্ব্বদা মৃত্যু চিন্তা করিলে মনে সহজে জগতের অসারতা উপলব্ধি হয় এবং মন শুদ্ধি লাভ করে। মনে উদাস ভাব খেলা করে। সর্ব্বদা মৃত্যু চিন্তা করিবে। কেহ মরিলে সকলেই তাহার জন্য আক্ষেপ করে, সে কোথায় গেল, তাহার কি অবস্থা হইল, তাহা ভাবে না। সে ত সকলের মত চলিত ফিরিত, সে কোথায় গেল চিন্তা করিলে তাহার জন্য যে ভাবনা খেলে তাহাতে মনে উদাস ভাব আসে।

(৭৬)

তোমাদের নিকট যেমন ধর্ম্ম কথা আমার নিকট তেমন অধর্ম্ম কথা—অর্থাৎ ধর্ম্ম কথায় যেমন তোমাদের মনে দাগ লাগে না তদ্রূপ বিষয় কথা আমার মনে স্থান পায় না। ঠিক জ্ঞান হইলে এরূপ হয়।

(৭৭)

লোকে বলে ইহার প্রয়োজন, উহার প্রয়োজন। আমি একমাত্র মুক্তিলাভের প্রয়োজন ব্যতীত অন্য প্রয়োজন দেখি না। অন্য প্রয়োজন কেবল কথার কথা, কেবল আত্মলাভের প্রয়োজনই প্রয়োজন।

(৭৮)

এই জগৎটা একটী সুন্দর-বন। সুন্দর বনে যেমন নানা-রূপ হিংস্র জন্তুর বাস তবু উহার নাম সুন্দর-বন, তদ্রূপ এই জগৎ নামেই সুখকর, কাজে ইহাতে সুখ নাই, সুন্দর বলিয়া কিছু নাই।

(৭৯)

সকলেই মাটীর উপর দিয়া হাটে—মাটী না হইলে হাটিতে পারে না—কিন্তু সে জন্য মাটীর জন্য কাহারও পিপাসা থাকে না। জীবন ধারণের জন্য টাকার প্রয়োজন—সে জন্য তাহার জন্য পিপাসা থাকিবে এমন নয়। টাকার প্রয়োজন হইলেও তাহার জন্য পিপাসা রাখা উচিত না।

(৮০)

সাধু হইতে গেলে কোন আড়ম্বরের প্রয়োজন করে না। যেরূপ মানুষ দশ কাজ করিয়াও সংসারে মন রাখিয়া চলে, তদ্রূপ মনকে ঈশ্বরের প্রতি নিবিষ্ট রাখিয়া চলিতে হয়। ঈশ্বরে অনুরাগ জন্মিলে সাধারণ চলাফেরার কাজে বন্ধন জন্মে না।

(৮১)

সাধু হইতে গেলে অযথা শীত গ্রীষ্ম সহ্য করিতে হইবে এমন নহে। এ সকল সহ্য করিবার ক্ষমতা জন্মিলেও জ্ঞান ব্যতীত কিছু হয় না। মনে ইচ্ছার তরঙ্গ থামাইবার জন্য যে ভাবে চলা দরকার সে ভাবে চলিতে হয়। মনের তরঙ্গ নিবারণই উদ্দেশ্য —তবেই জ্ঞান লাভ হয়।

(৮২)

মানুষ কালী বাড়ী যায় কোন অভীষ্ট ফল লাভের আশায় —অতি অল্প লোকই কালীকে পাইবার জন্য কালী বাড়ী যায়। মানুষ সাধু দর্শনে আসে কেবল সাধু হইবার জন্য নহে। কেহ আসে সাধু দেখিতে, কেহ আসে সাধুকে পরীক্ষা করিতে, কেহ

আসে রোগ মুক্ত হইতে—কেবল বৈরাগ্যবান সাধু দর্শনে আসে সাধু হইবার জন্য।

(৮৩)

মনকে দপ্ করিয়া নিস্তরঙ্গ করা যায় না। মন সর্ব্বদা চঞ্চল ; মনে সর্ব্বদাই নানা কথা উঠা পড়া করিবে। এই চঞ্চল মনকে সহজে নিশ্চঞ্চল করা যায় না। মনে নানা কথা উঠিবেই —তবে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে মনে বিষয়ের কথা না উঠিয়া সতত বিচার ও বৈরাগ্যের কথা যেন উঠে। প্রথমতঃ মন বিষয়-চিন্তা, অসৎ চিন্তা ছাড়িয়া সৎ চিন্তা ও তত্ত্ব চিন্তা করিবে এবং সৎ চিন্তা করিতে করিতে ক্রমশঃ নিশ্চিন্ত ভাব ও স্থির ভাব প্রাপ্ত হইবে। পূর্ণ বিশ্রাম ও শান্তি তখন পাইবে।

(৮৪)

স্বপ্নের মত জাগরণও মিথ্যা ইহা এই ভাবে বুঝিবে যে. যতক্ষণ স্বপ্নাবস্থায় থাকা যায় ততক্ষণ স্বপ্ন সত্য বলিয়া মনে হয়, জাগিয়া উঠিলে স্বপ্ন মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়—তদ্রূপ জাগরণ অবস্থায় যাহা দেখা যায়, শুনা যায় তৎ সকলই মিথ্যা, মনের কল্পনা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ; স্থির অবস্থার সঙ্গে ইহা অনুভূত হইয়া থাকে।

(৮৫)

আসক্তি ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। কোন কিছুর জন্য আসক্তি না থাকাই ত্যাগ। যেমন আমি গাছগুলি দেখিতেছি—এগুলি থাকিলেও আমার লাভ নাই, নষ্ট হইয়া গেলেও আমার কোন

ক্ষতি নাই। কোন বস্তুর জন্য আসক্তি না থাকাই ত্যাগ। ত্যাগী মহাপুরুষদের খাওয়া দাওয়া চলাফেরা কোন কিছুর জন্যে আসক্তি থাকে না।

(৮৬)

"হরির নামে ভক্ত, কড়ির নামে শক্ত"—অর্থাৎ অনেক লোক খুব ধার্ম্মিক বলিয়া অভিহিত হইতে চায় ; কিন্তু ত্যাগের কথা হইলে মুস্কিল উপস্থিত হয়। কারণ তাহারা ঠিক ধর্ম্ম বুঝিতে পারে নাই।

(৮৭)

জ্ঞান ও ভক্তির কথা নিয়া কোন তর্ক করার প্রয়োজন করে না। একই ভাব—এক ভাবের তিন প্রকার অবস্থা। জ্ঞানের প্রথম অবস্থা ভক্তি—দ্বিতীয় অবস্থা প্রেম এবং তৃতীয় অবস্থায় পূর্ণ জ্ঞান হয় ; তখন সর্ব্বভূতে আত্ম দর্শন হয়।

(৮৮)

কোন কিছু চাওয়াই ভুল—না চাওয়াই শান্তি। যাহা কিছু চাওয়া যায় তাহার জন্যই মনের বন্ধন জন্মে। ভাল মন্দ সকল ছাড়িতে পারিলেই শান্তি লাভ হয়। কিছুর জন্য আক্ষেপ করাই বন্ধন।

(৮৯)

প্রথমতঃ সৎ চিন্তা করিতে হয়—প্রথমতঃ সৎচিন্তা অর্থাৎ ঈশ্বর চিন্তা করিতে হয় এবং তাহা করিতে করিতে নিশ্চিন্ত ভাব উপস্থিত হয়। এই নিশ্চিন্ত ভাবই সমাধি। সমাধির মধ্যেও

অনেক স্তর আছে। কোন ভাবে তন্ময়তা এক প্রকার সমাধি —খাটী সমাধি এসকলের অতীত। জড় সমাধির কথা মুখে বলা যায় না—কেবল নিজের অনুভব মাত্র।

মনে কোন কল্পনাই থাকিবে না প্রথমেই এরূপ হওয়া যায় না। প্রথমে এই জগতের কল্পনা মন হইতে দূর হইয়া ঈশ্বর প্রাপ্তির চিন্তা উদিত হইবে। সংসারের নানা কথায় যেমন মন ঘুরিয়া বেড়ায়, বিবেক বৈরাগ্য উদয় হইলে এসকল চিন্তা কমিয়া কিরূপে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, ঈশ্বর চিন্তার কি কৌশল, এই জগৎ কি, এরূপ চিন্তা মনে উঠিতে থাকে। এরূপ চিন্তা মনে গাঢ় হইতে থাকিলে মন ক্রমশঃ স্থিরতর অবস্থা লাভ করে, তখন মনের স্থিরতার সঙ্গে মনের নানারূপ তন্ময়তা লাভ হয় এবং নানারূপ সমাধি উপলব্ধি হয় এবং পরে গাঢ় সমাধি আসে।

(৯০)

আমার অবস্থা কেমন জান?—যেন একজন অতি উচ্চ গাছে উঠিয়া জোর করিয়া নীচের দিকে তাকাইয়া আছে। আমাকে বুঝিবে কিরূপে? আমি একটা ভাব মাত্র—এই ভাব কি বাহিরের কিছু দ্বারা বুঝা যায়? সমুদ্রের জলরাশি ওজন করা সম্ভব হইতে পারে তবু আমাকে বুঝা সম্ভব নহে। আমার মত অবস্থা না হইলে আমাকে বুঝা সম্ভবপর নহে।

(৯১)

দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদের সোপান মাত্র। অদ্বৈতবাদ বুঝিতে অক্ষম ব্যক্তি দ্বৈতবাদ দ্বারাই অদ্বৈতবাদ পাইতে পারে।

(৯২)

মুক্ত ব্যক্তির কৃপা অহৈতুক। ইচ্ছা হইলে মুক্ত লোকেরা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই উদ্ধার করিতে পারে। উচ্চ নীচ, ভাল মন্দ বিবেচনায় তাহাদের কৃপা নাও হইতে পারে; তাহাদের ইচ্ছানুসারে লোকের প্রতি তাহাদের কৃপা হইয়া থাকে। তবে সেরূপ ইচ্ছা সকল সময় হয় না—কারণ-ভেদেই ইচ্ছার উদ্রেক হয়।

(৯৩)

আত্ম-চিন্তা হইতে বড় স্বদেশের কাজ নাই—আত্মাই প্রকৃত স্বদেশ।

(৯৪)

এও স্বপ্ন—তাও স্বপ্ন—অর্থাৎ স্বপ্ন এবং জাগরণ উভয়ই মনের কল্পনা—উভয়ই মনের কল্পনা দ্বারাই সৃষ্টি হইয়া থাকে।

(৯৫)

সাধকের পক্ষে সকল কাজই পরিমিতরূপে করা দরকার। আহার বিহার, সাধন ভজন কাজ পরিমিত ভাবে হওয়া উচিৎ। গীতাতেও যুক্তমত আহার বিহারের উপদেশ আছে। যাহাদের প্রাণে সরল পিপাসা আছে তাহাদের এরূপ ভাবই জন্মে। যাহাদের সে ভাব নাই তাহারাই অযৌক্তিক ভাবে চলে এবং সাধনার ব্যাঘাত জন্মায়।

(৯৬)

"বিনা-তত্ত্ব-জ্ঞান নাহি পরিত্রাণ"—তত্ত্ব-জ্ঞান না জন্মিলে

দৈহিক কষ্টজনক ব্রত বা উপবাস, দান দক্ষিণা প্রভৃতি ধর্ম্ম কর্ম্ম দ্বারা ত্রাণ পাওয়া যায় না। মুক্তি পাইতে হইলে নিজের স্বরূপ বিচার, স্বরূপ-চিন্তা করিতে হইবে।

(৯৭)

মস্তিষ্ক দ্বারা আত্ম-তত্ত্ব বিচার করিবে এবং হৃদয় দ্বারা তাহা অনুভব করিবে। হৃদয়ই অনুভবের স্থান। গলিত মনে স্বতঃই তত্ত্ব-ভাব বৃদ্ধি পায়। হৃদয়ের আবেগই উপায়। তজ্জন্য চিত্ত-শুদ্ধি দরকার।

(৯৮)

নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় কেবল অহং-বোধ থাকে—জীব জগৎ সমস্তই লয় পাইয়া যায়—তাহা যে কি বিশ্রাম, কত আনন্দ তাহা প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। প্রত্যক্ষ বোধ জন্মে যে—এই একমাত্র সত্য—এতদ্ব্যতীত আর কিছু নাই এবং আর কিছু থাকিতে পারে না।

(৯৯)

আত্মাকে জানিতে না পারিলে শান্তি আর কোথায় পাওয়া যাইবে? মানুষ আত্ম-চিন্তার কথা ভাবে না—আত্মাকে না জানিলে শান্তি নাই।

(১০০)

এই যে দেখা এই শেষ দেখা—অর্থাৎ লোকের ভিতর এই যে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ, মিশামিশি ইহা এই জন্মেই শেষ—ইহার চিহ্ন পরে থাকে না। যদি বল কাহার কাহার পর জন্মে

মিলন হইতে পারে—কিন্তু মিলন হওয়া সম্ভবপর হইলেও এই ভাবে মিলন হয় না—এ জন্মের কথা কিছুই মনে থাকে না—কাজেই এরূপ বোধ হইতে পারে না। বন্ধু বান্ধবতা এই জন্মেই শেষ।

(১০১)

অদ্বৈত-তত্ত্ব জানিয়া আত্মাকে লাভ কর। সৎ অসৎ সকলই মনের ভ্রম। চক্ষু কচ্‌লান দিলে ঝিকি মিকি কত কিছু দেখা যায়—কিন্তু কতক সময় পরে কিছুই থাকে না—এ জগৎ কল্পনা-ময়—ব্রহ্মই একমাত্র সত্য।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।